সংবাদ

তারিখ 25 JAN 2007 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬



# জাবিতে যৌন নিপীড়ন : তদন্তে কালক্ষেপণ
# সেশনজটের কবলে ১৩শ শিক্ষার্থী

**প্রতিনিধি, জাবি**

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষকের যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তদন্তে কালক্ষেপণের অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা। প্রাথমিক তদন্তে অভিযুক্ত শিক্ষকের স্থায়ী বরখাস্তের দাবিতে সব ক্লাস পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি অব্যাহত থাকায় সেশনজটের কবলে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা।

সূত্রমতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে একই বিভাগের ১০ ছাত্রী লিখিতভাবে এবং ৩ ছাত্রীর মৌখিক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন গত ৯ ডিসেম্বর প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করে। এ কমিটি ঘটনার সত্যতা পেয়ে গত ২৩ ডিসেম্বর এক জরুরি সিন্ডিকেট সভায় উপাচার্য অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানকে প্রধান করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট চূড়ান্ত তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। অভিযোগ তদন্ত ও বিচারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী চূড়ান্ত তদন্ত কমিটি প্রাথমিক তদন্তে অভিযুক্ত শিক্ষক ড. গোলাম মোস্তফাকে কারণ দর্শানো ও তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য তার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি চেয়ে চিঠি পাঠালেও প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি তা গ্রহণ করেননি। তবে নির্দিষ্ট সময়সীমার শেষ পর্যায়ে চিঠি গ্রহণ করলেও তদন্ত কাজে বিলম্ব ঘটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত শিক্ষক অসুস্থতার ভুয়া সার্টিফিকেট দেখিয়ে এক মাসের ছুটির আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে।

নিয়ম অনুযায়ী বিভাগীয় সভাপতির কাছে ছুটি না চেয়ে ওই শিক্ষক ফ্যাকাল্টি ডিনের কাছে আবেদন করেছেন। সূত্র জানিয়েছে, তদন্ত কাজে বিলম্ব ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের ধৈর্য চ্যুতি ও বিভাগের সেশনজট সৃষ্টির জন্যই ওই শিক্ষক তদন্তে সহযোগিতা না করে কালক্ষেপণ করেছেন।

এদিকে যৌন হয়রানির অভিযোগকারী ১৩ ছাত্রীসহ তাদের পরিবার অভিযুক্ত শিক্ষকের পোষা ক্যাডারদের হুমকির মুখে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তারা এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন। গত ঈদের ছুটিতে প্রথম অভিযোগকারী ছাত্রীর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে (সিরাজগঞ্জ) ওই শিক্ষকের ক্যাডাররা অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য হুমকি দিয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে অভিযুক্ত শিক্ষকের তদন্ত কাজে বিলম্ব ঘটানোর অপচেষ্টায় সেশনজটের কবলে পড়েছে বিভাগীয় পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী।

এদিকে গত সোমবার অভিযুক্ত শিক্ষকের স্থায়ী বরখাস্ত ও যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়নের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ-মিছিল-সমাবেশ করেছে 'নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর'র ব্যানারে শতাধিক শিক্ষার্থী। তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দেয়ার দাবি জানায়। এছাড়া অভিযুক্ত শিক্ষকের অসুস্থতা প্রমাণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও মেডিকেল বোর্ড গঠনের দাবি জানিয়েছে। চূড়ান্ত তদন্ত কমিটির কার্যক্রম প্রসঙ্গে কমিটির সদস্য ড. নাসিম সুলতান বলেন, তদন্ত কাজ যথাযথভাবেই চলছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তদন্ত কাজ শেষ হবে বলেও তিনি জানান।